بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

হুযূর আকদাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ (ন্যাশনাল মজলিস আমেলা)

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া যুব-সংগঠন, ১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা প্রতিনিধিগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার *দারুত তবলীগ* মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভা চলাকালীন খোদ্দাম প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবিত ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম তরুণ-যুবকদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিতকারী বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস জাতীয় বিভাগসমূহের প্রধানদেরকে উৎসাহিত করেন যে, তারা যেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাখাগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণের জন্য এবং তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদের থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিয়মিত মতামত প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে মানবতার সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে অভাবগ্রস্তদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার উচিত হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আহমদী তরুণদেরকে রক্তদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত করা, যেন প্রয়োজনের সময়ে দেশের জনগণকে তারা সাহায্য করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"আমাদের আহমদী মুসলিম যুবকদের রক্তদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের সদস্যদেরকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যও এটি প্রদান করা উচিত এবং মানবতার সেবার জন্য আমাদের সদস্যদেরকে নিবন্ধিত করতে হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। জনগণের জানা উচিত যে, আহমদী মুসলমান তারাই, যারা সমগ্র মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে থাকে।"

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিপুল সংখ্যক তরুণকে শরীর চর্চা এবং ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করা উচিত।

উমুরে-তোলাবা (ছাত্র-বিষয়ক) বিভাগের প্রধানের প্রতি হুযূর আকদাস বলেন যে, এই বিভাগের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা, যেখানে আহমদী মুসলিম এবং অন্যান্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়গুলো নিয়ে নতুন গবেষণা উপস্থাপনের জন্য। এর মাধ্যমে ধর্মীয় মত-পার্থক্যগুলো দূরে সরিয়ে রেখে উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর এই সময়টিতে আহমদী মুসলিম তরুণরা স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করাতে হুযূর আকদাস সন্তোষও প্রকাশ করেন।